গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র MIGRANT RESOURCE CENTRE

অভিবাসী কর্মী প্রত্যাবাসন

প্রকার ও প্রক্রিয়া

এই প্রকাশনার প্রতিটি প্রক্রিয়ার অধীনে বর্ণিত বিধানগুলো সাধারণ প্রকৃতির এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের জন্য সব গন্তব্য দেশে প্রযোজ্য।

নিয়মিত বা অনিয়মিত নির্বিশেষে সকল অভিবাসী কর্মী কোন সমস্যায় পড়লে গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংকে অবিলম্বে অবহিত করা জরুরি। প্রবাসী কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য শ্রম উইংগুলো প্রস্তুত থাকে।

সব প্রধান গন্তব্য দেশগুলোতে চিকিৎসা বিমার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে, যা বৈধ অভিবাসী কর্মীদের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. গন্তব্য দেশগুলো থেকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অভিবাসী কর্মীদের ফিরে আসা

ক) আইন অনুসারে, একজন বৈধ অভিবাসী কর্মী সে সময়কাল অবধি কাজ করতে বাধ্য, যা চাকরির চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। সব গন্তব্য দেশে নিয়োগকর্তারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ফেরতের জন্য বিমানের টিকিট সরবরাহ করে।

খ) মানবিক কারণ যেমন, পরিবারের কোনও নিকটআত্মীয় যদি স্থায়ীভাবে অসুস্থ থাকে বা তার মৃত্যু হয়, তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কর্মীর অনুরোধ এর ভিত্তিতে নিয়োগকর্তা অভিবাসী কর্মীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারে। এ ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা ব্যয় সরবরাহ করতে পারেন বা নাও পারেন, যা চাকরির চুক্তির বিধান এবং/অথবা নিয়োগকর্তা এবং অভিবাসী কর্মীর মধ্যে আলোচনার উপর নির্ভর করে।

গ) বৈধ অভিবাসী কর্মী যদি কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান, তবে নির্দিষ্ট মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা বা চুক্তির বাকি সময়ের বেতনের সমতুল্য টাকা পরিশোধ করে প্রস্থান ভিসা পেতে পারেন, চাকরির চুক্তি অনুযায়ী।

ঘ) যদি কোনও বৈধ অভিবাসী কর্মী চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চলে যেতে চান, তবে তাকে নিয়োগকর্তা মারফত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি প্রস্থান ভিসা/অনুমতি নিতে হবে। বেশিরভাগ জিসিসির দেশগুলোতে প্রস্থান ভিসা/অনুমতি অভিবাসন প্রক্রিয়ার অংশ। কিছু দেশ আছে, যেখানে প্রস্থান ভিসা বা অনুমতি প্রয়োজন হয় না যেমন কাতার, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়া।

(সূত্র: বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব)

২. অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন

২.১ গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন:

ক) কর্মী গুরুতর অসুস্থ হলে প্রথমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেওয়া জরুরি, অন্যথায় বিমান কর্তৃপক্ষ গুরুতর রোগীকে বহন করতে অস্বীকার করতে পারে। বৈধ কর্মী চিকিৎসা বিমা পলিসির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবেন, যা বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বেশিরভাগ গন্তব্য দেশগুলোর একটি বাধ্যতামূলক উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট চাকরির চুক্তিতে বিধানটির উল্লেখ রয়েছে।

খ) কর্মী যখন অসুস্থতা থেকে সেরে উঠবেন, তখন তার নিয়োগকর্তা একটি প্রস্থান ভিসা/অনুমতির (প্রয়োজনে) ব্যবস্থা করবেন, এবং বাংলাদেশে বিমান ভ্রমণের ব্যয় বহন করবেন।

(সূত্র: বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব)

২.২ অপব্যবহার এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন:

ক) যদি কোনও অভিবাসী কর্মী চাকরির চুক্তির পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহের বিধান লঙ্ঘনের মুখোমুখি হন, তবে তিনি গন্তব্য দেশে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতে যেতে পারেন।

খ) মামলাটি সমাধানের পওে আদালত কর্মী প্রত্যাবাসন সহজতর করার জন্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বহির্গমন অনুমতির ব্যবস্থাও করে।

গ) অনেক কর্মী প্রকৃত কারণ থাকা সত্ত্বেও শ্রম আদালতে যেতে চান না বরং বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। যদি তিনি বাদী হয়ে শ্রম আদালতে যান, তবে যখনই প্রয়োজন তিনি সে দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন। কর্মী যদি কোনও মামলার আসামি হন, তবে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশ ছাড়ার বিষয়ে বিধিনিষেধের আদেশ দিতে পারে।

ঘ) যে কোনও কর্মী যদি যৌন নিগ্রহসহ যে কোনও অপব্যবহার এবং লঙ্ঘনের মুখোমুখি হন যা ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, তাকে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়ের সহায়তায় অথবা সরাসরি কাছের থানায় রিপোর্ট করতে হবে। তারপর তা আইনগত ফয়সালার জন্য ফৌজদারি আদালতে যায়। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং মামলাটি যথাযথ তদন্তের পরে সংশ্লিষ্ট আদালত দ্বারা মামলা নিষ্পত্তি হবে।

ঙ) মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরে, তিনি সংশ্লিষ্ট শ্রম এবং/অথবা অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এবং গন্তব্য দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবেন। মামলাটি নিষ্পত্তি করার পরে আদালত কর্মীদের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রস্থান অনুমতি (প্রয়োজনে) দেওয়ার ব্যবস্থাও করে।

চ) ফৌজদারি মামলার জন্য, যদি কর্মী বাদী হয়ে ফৌজদারি আদালতে যান, তবে যখনই প্রয়োজন হবে, তিনি সে দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন। কর্মী যদি কোনও মামলার আসামী হন, তবে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশ ছাড়ার বিষয়ে বিধিনিষেধের আদেশ দিতে পারে।

ছ) নারী কর্মীদের জন্য নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতনের মতো ফৌজদারি মামলার বাদী হিসাবে মামলাটি প্রমাণের জন্য আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন তার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী দেশ ত্যাগ করতে পারবেন।

জ) শ্রম আদালত এবং ফৌজদারি আদালত উভয় ক্ষেত্রে, যদি কর্মী বাদী হিসাবে জিতেন, সাধারণত বাদীর আদালতের ব্যয় আসামির কাছ থেকে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রাথমিক আইনি ব্যয় বাদীর পক্ষে দেয়া সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/হাই কমিশন আইনি পরিষেবার জন্য সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও, সব গন্তব্য দেশে সরকারি/বেসরকারি আইনি সহায়তা পরিষেবা রয়েছে।

ঝ) যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মামলা করা না হয়: যদি কোনও কর্মী, যিনি কোনও ফৌজদারি অপরাধের অর্থাৎ অপব্যবহার বা লঙ্ঘনের শিকার হয়ে বিচারিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে না চান, তবে তিনি বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়ের কাছে গিয়ে তা ব্যক্ত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে, দূতাবাস গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রস্থান অনুমতির (প্রয়োজনে) ব্যবস্থা করতে পারে। যদি বিচারিক প্রক্রিয়া গৃহীত না হয়, সে ক্ষেত্রে কর্মীকে প্রত্যাবাসনের জন্য ব্যয় বহন করতে হবে বা দূতাবাস ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল থেকে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে।

(সূত্র: বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব)

২.৩ মৃতদেহ প্রত্যাবাসন:

২.৩.ক. গন্তব্য দেশে নিয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব

ক) বাংলাদেশ দূতাবাস/হাই কমিশনকে মৃত্যুর তথ্যসহ কোম্পানির চিঠি।

খ) মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য নিয়োগকর্তার দ্বারা কফিন সরবরাহকারী সংস্থা নিয়োগ।

গ) দূতাবাস/হাই কমিশনে কোম্পানির চিঠিপত্র, বিমা দাবিপত্র, ক্ষতিপূরণ পত্র, হাসপাতালের চিঠি, মৃত্যুর সনদ এবং গন্তব্য দেশ থেকে পুলিশ রিপোর্ট এবং মৃতব্যক্তির পাসপোর্টসহ কাগজপত্র জমা।

ঘ) প্রাপকের নাম এবং যোগাযোগের নম্বরসহ মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি/সম্মতি পত্র।

ঙ) মৃতদেহ পাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ককে অবহিতকরণ।

(সূত্র: https://www.bdckl.gov.bd/labor-and-welfare/)

২.৩.খ. মৃতদেহ প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

ক) পাসপোর্টের ফটোকপি (১ - ৭ এবং ভিসার পৃষ্ঠা)
খ) মৃত্যুর সনদ এর ফটোকপি
গ) মেডিকেল রিপোর্ট এর ফটোকপি (হাসপাতাল থেকে)
ঘ) পুলিশ প্রতিবেদনের ফটোকপি (থানা থেকে)
ঙ) নিয়োগকর্তা থেকে দূতাবাস/হাই কমিশনকে চিঠি
চ) নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক ছাড়পত্র
ছ) সামাজিক বিমা কার্ড নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
জ) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মৃতদেহের জন্য প্রস্থান ভিসা/অনুমতি (প্রয়োজনে)

(সূত্র: https://www.bangladeshembassy.org.sa/burialrept.html)

২.৩.গ. বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের শ্রম ও কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবা

ক) একজন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর নিবন্ধন।

খ) মৃতদেহের আশু দাফন/বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহায়তা।

গ) মৃত বাংলাদেশি নাগরিকের স্থানীয় দাফন বা বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য অনাপত্তি সনদ ইস্যু করা।

ঘ) সড়ক দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দাবিতে মৃতের পরিবারকে সহায়তা করা।

ঙ) মৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দাবি নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন শরিয়াহ আদালতে অংশ নেওয়া, যাদের পক্ষে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সহ দূতাবাস/হাই কমিশনকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

চ) মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দাবি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মৃতের নিয়মিত পাওনা আদায় এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর মাধ্যমে মৃত বাংলাদেশি নাগরিকের বাংলাদেশে অবস্থিত নিকট আত্মীয়ের কাছে অর্থ প্রেরণ।

(সূত্র: https://www.bangladeshembassy.org.sa/burialrept.html)

২.৩.ঘ. মৃতদেহ পরিবহনের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং আর্থিক অনুদান

ক) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অভিবাসী কর্মীদের মৃতদেহ গ্রহণ করে এবং আত্মীয়দের কাছে স্থানান্তর করে। মৃতদেহ পরিবহনের ও জানাজার ব্যয় হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে স্বজনদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার চেক সরবরাহ করে।

খ) বিএমইটি কর্তৃক প্রদত্ত স্মার্ট কার্ড থাকলে বা বাংলাদেশি দূতাবাসের কাছ থেকে তিনি যে দেশের একজন বৈধ কর্মী ছিলেন তার সনদ থাকলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রতিটি মৃত অভিবাসী কর্মীর পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে।

(সূত্র: ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড)

২.৪. কোভিড-১৯ এর কারণে অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন

ক) নিয়োগকর্তা যদি কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই বা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অভিবাসী কর্মীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠান, সেক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগকর্তা কর্তৃক একটি প্রস্থান ভিসা/অনুমতি পাবেন (প্রয়োজনে) এবং নিয়োগকর্তা চুক্তির বাকি সময় এর বেতনের সমপরিমাণ টাকা প্রদান করবেন বা চাকরির চুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

খ) বর্তমানে, সব দেশ তাদের বিমানবন্দরগুলোতে আগমন ও প্রস্থান এর জন্য বিশেষ কোভিড-১৯ আচরণ বিধি বজায় রাখছে। বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের নির্দিষ্ট বিমানবন্দর এর প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বিধিগুলো, যেমন কোভিড-১৯ পরীক্ষা (নেগেটিভ) সনদ, সামাজিক দূরত্ব, উপযুক্ত মাস্ক ব্যবহার, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি জানতে হবে।

গ) মহামারি পরিস্থিতির কারণে কোনও নির্দিষ্ট দেশের এবং তাদের বিমানবন্দরগুলোর কোভিড-১৯ আচরণ বিধি প্রোটোকল প্রায়শই পরিবর্তিত হওয়ায় সব প্রধান গন্তব্য দেশের প্রয়োজনীয় লিঙ্কগুলো দেওয়া হল:

সৌদি আরব:

https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations

সংযুক্ত আরব আমিরাত:

https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae

কুয়েত:

https://www.kuwaitairways.com/en/information/usefulinfo/Pages/Covid19-Safety-Information.aspx

কাতার:

https://www.gco.gov.qa/en/2020/11/26/travel-policy/

https://dohahamadairport.com/covid-19-impact-faqs

ওমান:

https://www.omanairport.co.om/news/update-on-travel-restrictions-related-to-covid-19/

বাহরাইন:

https://www.bahrainairport.bh/covid-19-travel-information

মালয়েশিয়া:

https://airports.malaysiaairports.com.my/passenger-guide/faq-air-travel-requirements-under-new-norms

সিঙ্গাপুর:

https://www.changiairport.com/en/airport-guide/Covid-19/travel-to-singapur.html

জর্ডান:

https://rj.com/en/travel-updates

লেবানন:

https://www.mea.com.lb/english/covid19-and-travel/travel-forms#3420

২.৫ অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন

ক) কোনও অনিয়মিত অভিবাসী কর্মী যদি গন্তব্যদেশ ছেড়ে যেতে চান, তবে তাকে গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন/শ্রম কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে।

খ) প্রথমত, অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীকে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন বা ইমিগ্রেশন অফিসে সরাসরি বা বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়ের মাধ্যমে রিপোর্ট করতে হবে।

গ) সাধারণত, অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীর উপর জরিমানা জারি করা হয়, যা প্রস্থান অনুমতি পাওয়ার জন্য তাকে প্রদান করতে হবে।

ঘ) প্রত্যাবাসন ব্যয় অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীর বহন করতে হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ দূতাবাস/হাই কমিশন কেস-টু কেস ভিত্তিতে এই ব্যয় বহন করে।

চ) অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীর এটি জানা প্রয়োজন যে, সব গন্তব্য দেশ বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ চলাকালীন অনিয়মিত অভিবাসী কর্মী পুলিশ বা ইমিগ্রেশন অফিসে রিপোর্ট করতে পারবেন। এ সময়ে, কোনও জরিমানা ছাড়াই প্রস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়াও, সৌদি আরবের মতো কয়েকটি দেশ সাধারণ ক্ষমার সময়কালে প্রত্যাবাসন ব্যয় বহন করে।

ছ) পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, জিসিসির দেশগুলোতে যদি নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানান, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্মীর কাজের অনুমতি বাতিল করে এবং তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর অনুমতি দেয় কিন্তু একই কর্মী আবার সেই গন্তব্য দেশে ফিরে যেতে পারেন না। যদি নিয়োগকর্তার দ্বারা বিষয়টি না জানানো হয়, তবে কর্মী বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আবার সেই গন্তব্য দেশে ফিরে যেতে পারেন।

অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

কুমিল্লা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ
বাগিচাগাঁও
কুমিল্লা-৩৫০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh

সহযোগিতায় European Union

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Justice and Police FDJP
State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে ICMPD International Centre for Migration Policy Development